প্রবন্ধ

সুলতানুল আউলিয়া মাখদূমুল উমাম

# দাতা গঞ্জে বখ্‌শ হাজ্‌ভীরী লাহোরী

[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

**মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান**

আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম যাতী তাজাল্লীর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশস্থল, হযরত আদম সফিউল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম হলেন আল্লাহর সিফাতী তাজাল্লীর প্রথম প্রকাশস্থল আর অন্য নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামও আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য গুণাবলীর প্রকাশস্থল। তাছাড়া, সম্মানিত ওলীগণ এবং অন্যান্য সৃষ্টিও আল্লাহ্ তা'আলার কার্যাবলী ও নামসমূহের প্রকাশস্থল। এ জন্য আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্‌রামের প্রতি আমাদের অকৃত্রিম ও সর্বাধিক ভালবাসা রয়েছে, অন্যান্য নবীগণকেও আমরা ভালবাসি, সম্মানিত ওলীগণের প্রতিও আমাদের ভালবাসা রয়েছে, আর আল্লাহর বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিকেও আমরা বিশেষভাবে ভালবাসি। তদুপরি, সামগ্রিকভাবে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে প্রতিটি সৃষ্টির প্রতিও সেগুলোর অবস্থান ও অবস্থানুসারে আমাদের মূল্যায়নও অনিবার্য। তাই, আমরা আমাদের মুখে, কলমে, সভা-সেমিনারে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে স্মরণ করি, তাঁদের আলোচনা করি, তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর করুণা ও কৃপাদৃষ্টি লাভের দৃঢ় আশা পোষণ করি ও ধন্য হই। আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের দরবারে প্রিয় এবং খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ গুণের আধার ও দুনিয়াবাসীদের সঠিক পথের দিশারীগণের অন্যতম হলেন রাহনুমা-ই কামিল, শায়খ-ই আজাল্লু, সুলতানুল আউলিয়া, মাখদূম-ই উমাম হযরত দাতা গঞ্জে বখ্‌শ ক্বুদ্দিসা সির্‌রুহুল আযীয; যিনি আপন জ্ঞান ও গুণ, যুহ্‌দ ও তাক্বওয়া, আমানত ও দিয়ানত, খুলূস ও লিল্লা-হিয়্যাত, নেক্ কার্যাদি ও অমায়িক ব্যবহার, উন্নত চরিত্র ও হৃদয়গ্রাহী প্রচারণা এবং খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ যোগ্যতা দ্বারা পৌত্তলিকতায় পূর্ণ ভারত-উপমহাদেশের অগণিত মানুষের হৃদয়কে ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত করেন এবং ইরফান বা খোদা-পরিচিতির প্রদীপ জ্বালিয়ে হিদায়ত ও চির সাফল্যের পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর ওই ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী অবদানগুলোর মূল্যায়ন হয় এ পবিত্র পংক্তিতে-

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا - ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما

অর্থাৎ তিনি হলেন- একাধারে দানের ভাণ্ডার, বিশ্বের কল্যাণধারা ও আল্লাহ্‌র নূরের প্রকাশস্থল। তিনি অপূর্ণদেরকে কামিল পীরে এবং কামিল বা পূর্ণ লোকদেরকে পথপ্রদর্শকে পরিণত করেছেন।

## বরকতময় জন্ম

তাঁর জন্মের তারিখ ও সাল নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন ৩৮০ থেকে ৪০১ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর বরকতময় জন্ম হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ জনাব মুন্‌শী মুহাম্মদ দ্বীন ফাউক্বের গবেষণালব্ধ অভিমত হচ্ছে- হযরত দাতা আলায়হির রাহমাহ্‌র বরকতমণ্ডিত জন্ম ৪০১ হিজরী অথবা ৪০৪ হিজরীতে হয়েছে। এটাই অধিকতর সঠিক অভিমত হিসেবে সর্বাধিক স্বীকৃত।

## জন্মস্থান

তাঁর প্রিয় জন্মস্থান হচ্ছে আফগানিস্তান, যাকে তদানীন্তনকালে সুন্নী আক্বীদা ও হানাফী মাযহাবের কেন্দ্রস্থল মনে করা হতো। পরবর্তীতে ক্রমশ সেখানে ওহাবী-নজদী ও মওদুদী মতবাদের বিষবাষ্প বইতে আরম্ভ করে। হযরত দাতা আলায়হির রাহমাহ্‌র জন্ম হয় আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর গযনীতে। গযনীর দু'টি মহল্লা- জাল্লাব ও হাজভীর। তাঁর জন্ম মুবারক জাল্লাবে হলেও তাঁর খান্দান হাজভীরে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তিনি নিজেই তাঁর বরকতময় লেখনীতে ওই তিনটি স্থানের দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি হলাম আলী ইবনে ওস্‌মান ইবনে আলী আল-জাল্লাবী, আল-গযনভী সুম্মাল হাজভীরী অর্থাৎ তাঁর নাম শরীফ 'আলী', তাঁর পিতার নাম ওসমান ও দাদার নাম আলী। তাঁরা হলেন জাল্লাবী, গযনভী অতঃপর হাজভীরী।

## উপনাম ও উপাধি

তাঁর সম্মানিত পিতা হলেন 'হাসানী' সাইয়্যেদ ও মহিয়সী আম্মাজান হলেন হোসাঈনী সাইয়্যেদা। গোটা গযনীতে তাঁর খান্দানের বড় মর্যাদা ও সম্মান ছিলো। অত্যন্ত ইবাদতপরায়ণা ও দুনিয়ার মোহমুক্ত রমণী হিসেবে তাঁর আম্মাজানের প্রসিদ্ধি ছিলো। তাঁর মামাও কামিল ওলী ছিলেন এবং 'তাজুল আউলিয়া' (ওলীগণের মাথার মুকুট) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। হযরত দাতার মাযার শরীফের মতো তাঁর মামা এবং মাতার মাযার শরীফের প্রতিও

মুসলমানদের পূর্ণ ভক্তি রয়েছে। সেখানে সবসময় অগণিত বরকতপ্রার্থী মানুষের সমাগম থাকে। শাহযাদা দারা শিকোহ্ও তাঁর পিতা বাদশাহ্ শাহজাহানের সাথে আফগানিস্তানে গিয়ে তাঁরা উভয়ের মাযার শরীফে হাযির হন এবং তাঁদের রূহানী ফুয়ূয ও বরকাত হাসিল করেন।

## শিক্ষা জীবন

হযরত দাতা গঞ্জে বখ্শ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এমন এক জায়গায় লালিত হন, যা ইল্ম ও রূহানিয়াতে ভরপুর ছিলো। এর চতুর্দিকে জ্ঞান ও গুণাবলীর চর্চা ছিলো, রূহানিয়াতের আলোচনা চলতো আর তায্কিয়া-ই নাফ্স বা আত্মশুদ্ধির মাহফিল সরগরম থাকতো। তাঁর পিতা-মাতা ও খান্দানের অন্যান্য বুযুর্গদের সংস্রব তো ছিলোই। সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থাও ছিলো অতিমাত্রায় অনুকূল ও প্রশংসনীয়। একদিকে গযনী বংশের সুলতানগণ রাজ্যের বিজয়গুলোর কারণে অতীব ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠেন, অন্যদিকে গযনীর ধার্মিক সুলতানগণ, বিশেষ করে সুলতান মাহমূদ গযনভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির ইসলাম ও ইসলামী জ্ঞান-প্রীতি এবং আলিম-ওলামা ও কামিল পীর-মাশাইখের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আফগানিস্তান জ্ঞানচর্চা, রূহানিয়াতের অনুশীলন তথা জ্ঞানী-গুণীদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিলো। সুতরাং হযরত দাতা আলায়হির রাহমাহ্ প্রাথমিক জীবনে প্রসিদ্ধ ও দক্ষ ওলামা এবং ওস্তাদদের নিকট তাফসীর, হাদীস, ফিক্বহ্শাস্ত্র ও অন্যান্য জ্ঞান ও বিষয়ে দক্ষতা হাসিল করেন। এর সাথে সাথে তিনি সেখানকার শীর্ষস্থানীয় মাশাইখে কেরামের সান্নিধ্যে রয়ে তাঁদের ফুয়ূয ও বরকাত লাভ করেন।

## দেশ ভ্রমণ

তিনি তাঁর গযনী-খান্দানের শীর্ষস্থানীয় মাশাইখ ও সেখানকার দক্ষ ওলামা ও ওস্তাদদের থেকে যাহেরী ও বাত্বেনী শিক্ষা ও কামালাত অর্জন করার পর নিজ জন্মভূমির বাইরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দেশ-বিদেশ ভ্রমণের ফলে একদিকে বিভিন্ন দেশের মনোরম দৃশ্যাবলী ও পরিবেশ দর্শন এবং আউলিয়া-ই কেরামের সাক্ষাৎ ও তাঁদের মাযারাদির যিয়ারত দ্বারা ধন্য হওয়া যায়, অন্যদিকে বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলের লোকজনের জীবন ব্যবস্থা, মন-মেজাজ ও অভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তাই দেশ ভ্রমণ দ্বীন প্রচারের মিশনেরও একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। তদুপরি, এর ফলে ওইসব বিপদাপদ ও কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস গড়ে ওঠে, যা দ্বীন প্রচারের পথে সহ্য করতে হয়। তাছাড়া, এর মাধ্যমে তরীক্বতের পথগুলো সুগম হয় ও মানযিলগুলো অনায়াসে অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

এসব কারণে হযরত দাতা আলায়হির রাহমাহ্ও দেশভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। সুতরাং তিনি উক্ত সব উদ্দেশ্য হাসিলের নিমিত্তে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি সিরিয়া, ইরাক, বাগদাদ, আযারবাইজান, ভারত, তাবারিস্তান, খোরাসান, তুর্কিস্তান ও হেজায-ই মুক্বাদ্দাস ছাড়াও আরো অনেক দেশ ও শহর ভ্রমণ করেন। শুধু তা নয়, ইতিহাসবেত্তা ও জীবনী লেখকগণের মতে তিনি তদানীন্তনকালীন সমগ্র ইসলামী বিশ্ব সফর করেন। এ ভ্রমণের পরম্পরায় তিনি দু'বার পবিত্র হজ্ব ও রসূল-ই আক্রামের যিয়ারতের সৌভাগ্যও অর্জন করেন। বলাবাহুল্য, তিনি দেশ-বিদেশে ভ্রমণকালে তাওহীদ তথা দ্বীন-ইসলামের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেন, দ্বীনের আদর্শ প্রচার করেন এবং তাঁর জ্ঞান-গরিমা, খোদা-পরিচিতি ও রূহানী ফুয়ূয দ্বারা অগণিত মানুষকে ধন্য করেন। তিনি নিজেও বিভিন্ন ওলামা-মাশাইখ ও অগণিত মাযার শরীফ থেকে জ্ঞান ও ফুয়ূয হাসিল করতে থাকেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ সফরের মধ্যে যেসব মহান ওলী বুযুর্গ ও ওলামা-ই কেরাম থেকে ফুয়ূয ও বরকাত হাসিল করেন, তাঁদের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি বলে উল্লেখ করা হয়। তাঁদের মধ্যে যাঁদের দ্বারা তিনি বেশি প্রভাবিত ও ফয়যপ্রাপ্ত হন তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। তন্মধ্যে কতিপয় বুযুর্গ হলেন- শায়খ ক্বাসেম সারী, শায়খুশ্ শুয়ূখ আবুল হাসান ইবনে সা-লিবাহ্, শায়খ আবূ ইসহাক্ব শাহ্রিয়ার, শায়খ মুহাম্মদ যাকী ইবনে 'আলা, শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে বাক্রান, শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ জুনায়দী, শায়খ আবূ তাহির মাকশূফ, শায়খ আহমদ ইবনে শায়খ খারক্বানী, খাজা আলী ইবনুল হাসান আল-ইয়ূস্র কাফী, শায়খ মুজতাহিদ আবুল আব্বাস দামেগানী, খাজা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলী আজূভীনী, খাজা রশীদ মুযাফ্ফর ইবনে শায়খ সা'ঈদ, খাজা শায়খ আহমদ হামাদী সারাখ্সী এবং শায়খ আহমদ নাজ্জার রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম আজমা'ঈন।

## বায়'আত-ই মুর্শিদ

যদিও মাখদূম-ই উমাম হযরত দাতা গঞ্জে বখ্শ আলায়হির রাহমাহ্ আপন খান্দানের বুযুর্গদের থেকে জাহেরী ও বাতেনী কামালাত হাসিল করে ধন্য ছিলেন,

তবুও তিনি বায়'আতের সুন্নাত পালন ও অধিকতর আত্মিক উন্নতি অর্জনের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। দেশ-ভ্রমণের সময় তিনি বায়'আত গ্রহণের জন্য তাঁর একান্ত কাঙ্ক্ষিত মুর্শিদের সন্ধানও করছিলেন। তিনি যখন জুনায়দী সিলসিলার অতি উঁচু মর্যাদাবান ও প্রসিদ্ধ পেশ্‌ওয়া হযরত আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-খাত্‌লী কুদ্দিসা সির্‌রুহুর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁর রূহানী ফয়য দ্বারা প্রভাবিত ও ধন্য হন এবং তাঁর বরকতময় হাতে বায়'আত গ্রহণ করে তাঁর মুরীদ হন। তাঁর তরীক্বতের সিলসিলাহ্ হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজ্‌হাহু পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁর সিল্‌সিলাহ্ নিম্নরূপঃ

তিনি হযরত শায়খ আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-খাতলীর মুরীদ ছিলেন; তিনি হযরত শায়খ হুস্‌রীর মুরীদ, তিনি হযরত শায়খ আবূ বকর শিবলীর মুরীদ, তিনি হযরত জুনায়দ বাগদাদীর মুরীদ, তিনি হযরত সারিউস্ সাক্বতীর মুরীদ, তিনি হযরত মা'রূফ করখীর মুরীদ, তিনি হযরত দাঊদ-ই তাঈর মুরীদ, তিনি হযরত হাবীব-ই আজমীর মুরীদ, তিনি হযরত হাসান বসরীর মুরীদ আর হযরত হাসান বসরী হলেন মারকাযুল বেলায়ত হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের মুরীদ। বলাবাহুল্য, তাঁদের প্রত্যেকে আপন আপন মুর্শিদের খিলাফতপ্রাপ্তও ছিলেন।

উল্লেখ্য, দাতা গঞ্জে বখ্‌শ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আপন মুর্শিদের প্রতি অগাধ ভক্তি রাখতেন। তিনি আপন মুর্শিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। অবশ্য তিনি আপন মুর্শিদের যেসব গুণাবলী ও প্রশংসা করেছেন সেগুলো বাস্তব ছিলো। তিনি বলেন যে, তাঁর মুর্শিদ দীর্ঘ হায়াত পান। তিনি আপন উঁচু পর্যায়ের বেলায়তের অনেক প্রমাণ ও আলামত রেখে যান। তিনি অন্যান্য সূফীদের মতো লৌকিকতাপূর্ণ কোন লেবাস-পোশাক পরতেন না, বরং অতি সাদাসিধে জীবন-যাপন করতেন। তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব ও ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়ের আধার হিসেবে আমি অন্য কাউকে দেখিনি।' তাঁর মুর্শিদও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। এমনকি তাঁর কোলেই তাঁর মুর্শিদের ওফাত হয়েছিলো।

ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত দাতা আলায়হির রাহমাহ্ অন্যান্য প্রখ্যাত বুযুর্গদের ন্যায় বহু ওলী-বুযুর্গ ও সাহাবী-তাবে'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের মাযার শরীফ যিয়ারত করে ধন্য হতে ভালবাসতেন। এ প্রসঙ্গে অনেক ঘটনাও তিনি বর্ণনা করে গেছেন। এখানে তন্মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি-

হযরত দাতা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন-

> ''আমি হলাম আলী ইবনে ওসমান জাল্লাবী। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়ায় রসূল-এ করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মু'আয্‌যিন হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাযার শরীফ যিয়ারতের তৌফিক্ব দিয়েছেন। আমি সেখানে হযরত বেলালের মাযার শরীফের শিয়রে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম-আমি মক্কা মুকার্‌রামায় উপস্থিত। দেখলাম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারামের 'বাবে বনী শায়বাহ্' দিয়ে তাশরীফ আনছিলেন। তখন তিনি এক বৃদ্ধ বুযুর্গকে এমনভাবে কোলে নিয়ে আসছিলেন, যেমন একটি শিশুকে কোলে নেওয়া হয়। আমি দৌঁড়ে এগিয়ে গেলাম। আর হুযূর-ই আক্‌রামের হাত মুবারক ও পা মুবারকে চুমু খেলাম। তখন আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম- 'হুযূর-ই আক্‌রাম যাঁকে এভাবে কোলে নিয়েছেন, তিনি কে? হুযূর-ই আক্‌রাম কেন তাঁকে এভাবে কোলে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন?' মু'জিযা স্বরূপ, হুযূর-ই আক্‌রাম আমার মনের প্রশ্ন সম্পর্কে জানতে পারলেন এবং এরশাদ করলেন, ''ইনি হলেন তোমার ও তোমার দেশের লোকদের ইমাম।'' আমারও বুঝতে দেরী হয়নি যে, তিনি হলেন আমাদের ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুই। আমার এ মর্মে নিশ্চিত বিশ্বাস আরো মজবুত হলো যে, ইমাম-ই আ'যমের 'ইজতিহাদ' আল্লাহর রসূলের নিকট অতি গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয়। তাঁর ইজতিহাদ যে ত্রুটিমুক্ত তাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং তাঁকে যারা অনুসরণ করেন তাঁরাও ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে, লা-মাযহাবীরা, যারা ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মানে না, বরং তাঁর সম্পর্কে অশালীলন মন্তব্য করে, তারা পথভ্রষ্ট। [সূত্র. মুক্বাদ্দামা-ই কাশ্‌ফুল মাহজূব; সংক্ষেপিত]

## হযরত দাতা আলায়হির রাহমাহ্‌র মাযহাব (মাস্‌লাক)

তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি রসূলে পাকের দরবারে এমন গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় নবীর শরীয়তের এ ইমাম-এর যখনই উল্লেখ করতেন, তখন অত্যন্ত ভক্তি ও মুহাব্বত সহকারেই করতেন। কারণ আমাদের ইমাম-ই আ'যম শুধু যাহেরী ইলম দ্বারা ধন্য ছিলেন না, বরং বাতেনী ইলমেও তাঁর পূর্ণতা ছিলো। তিনি (ইমামে আ'যম) তাঁর সমসাময়িক বড় বড় ওলী, যেমন- হযরত ইব্‌রাহীম আদহাম, হযরত ফুদ্বায়ল ইবনে আয়ায, হযরত দাঊদ-ই তা'ঈ ও হযরত বিশ্‌র হাফী প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহর ওস্তাদ ও পেশওয়া ছিলেন। ইমাম-ই আ'যম সম্পর্কে হযরত দাতা এক জায়গায় মন্তব্য করেন- "ইমামদের ইমাম, সুন্নীদের কাণ্ডারী, ফক্বীহগণের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ও আলিমকুলের সম্মান হলেন হযরত ইমাম আবূ হানীফা নো'মান ইবনে সাবিত আল-খারাযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তিনি রিয়াযত এবং ইবাদতের মধ্যেও মহামর্যাদার অধিকারী ছিলেন।"

[কাশ্‌ফুল মাহজূব, হযরত খাজা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া আলায়হির রাহমাহ্‌র লিপি অনুসারে, পৃ.৯৮]

## লাহোরে শুভাগমন

হযরত দাতা গঞ্জে বখ্‌শ আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর জন্মভূমি আফগানিস্তান থেকে লাহোর কখন এসেছিলেন, তা নিয়ে জীবনী লেখদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হাকীম-ই আহলে সুন্নাত হাকীম মুহাম্মদ মূসা অমৃতস্বরী অধিকাংশ জীবনী লেখকদের বরাতে লিখেছেন যে, মতান্তরে, তিনি ৪৩১ হিজরীতে লাহোর তাশরীফ আনয়ন করেন। তাঁর এখানে শুভাগমনের উদ্দেশ্যও ছিলো হিন্দুস্তানের বিশালভূমিতে ইসলামের আলো বিকিরিত করা।

অবশ্য, হযরত দাতা আলায়হির রাহমাহ্‌র ভারতে (লাহোর) শুভাগমনের আগে থেকে সেখানে সম্মানিত ওলামা ও মাশাইখ ইসলাম প্রচার করে আসছিলেন; যদিও সেখানে ইসলাম প্রচার তাঁদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিলো। তারপর গযনীর সুলতান মাহমূদ গযনভী আলায়হির রাহমাহ্‌র ভারত আগমন (আক্রমণ)-এর ফলে মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের একটা আশ্রয় পাওয়া গেলো। সুতরাং এরপর থেকে তাঁরা ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার জোরেশোরে করতে লাগলেন। হযরত দাতা আলায়হির রাহমাহ্ লাহোরে আগমনের পূর্বে লাহেরের সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারক ছিলেন হযরত আল্লামা শায়খ সাইয়্যেদ ইসমাঈল বোখারী, যিনি শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির ছিলেন। দ্বীন প্রচারের জন্য তিনি অতি উত্তমপন্থা অবলম্বন করেন। হাজারো শ্রোতা তাঁর ওয়া'যের মাহফিলে বসতেন এবং ইসলাম গ্রহণ করতেন।

তারপর (৪৩১হি.) হযরত দাতা হাজারো মাইল পথ পদব্রজে সফর করে বহু কষ্ট ও প্রতিকূলতার সাথে সফলভাবে মোকাবেলা করতে করতে লাহোর এসে পৌঁছান। তিনি যখন লাহোর আসলেন, তখন লাহোরের পরিবেশ সম্পূর্ণ তাঁর বিপক্ষে ছিলো। কারণ, এখানে ইসলামের বিপক্ষ শক্তি অতি জোরদার ছিলো। সেখানে ভ্রান্ত বিশ্বাস, মূর্তিপূজা, ধোঁকাবাজি ও যাদু-টোনার ছড়াছড়ি ছিলো আশঙ্কাজনক পর্যায়ে। লাহোর ভূমি ছিলো কুফর ও শির্কের কেন্দ্রস্থল। লোভী, চালবাজ ও পথভ্রষ্ট লোকেরা বিভিন্ন বাহানা অজুহাতে লোকজনের মাল-সামগ্রী আত্মসাৎ করতো। শুধু তা নয়, এসব ভ্রান্ত লোক মানুষকে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও পথভ্রষ্ট রাখার জন্য প্রত্যেক প্রকারের অপকৌশল তৈরী ও ব্যবহার করে আসছিলো। ব্রাহ্মণ ও সন্যাসীগণের বিভিন্ন কলাকৌশল ও যাদুকর্মের হামলা ও চর্চা জোরেশোরে চলছিলো। বদমায়েশ ও দুর্বৃত্তরা জনগণকে তাদের নিকট জিম্মী বানিয়ে রেখেছিলো। সরলমনা লোকেরা তাদেরকে নানাভাবে টাকা-পয়সা ও নযরানা দিতে বাধ্যছিলো। তাদের নিকট গণ-মানুষের অসহায়ত্বের অনুমান করা যায় এক বুড়ির ঘটনা থেকে।

তখনকার দিনে এক যোগী (সন্নাসী)কে এক বৃদ্ধা দুধ সরববরাহ্ করতো। হযরত দাতা আলায়হির রাহমাহ্ তার নিকট থেকে দুধ কিনতে চাইলেন। কিন্তু সে বললো, "হুযূর, আমি আপনার নিকট দুধ বিক্রয় করতে পারবো না। কারণ, যদি আমি আপনার নিকট দুধ বিক্রয় করি, তাহলে আমার পশুগুলোর স্তন থেকে দুধের পরিবর্তে রক্ত প্রবাহিত হবে।" (অর্থাৎ তাকে এমন ভ্রান্ত বিশ্বাসের বেড়াজালে আটকে রাখা হয়েছিলো)

তবুও হযরত দাতা তার নিকট থেকে দুধ কিনতে চাইলেন ও তিনি বৃদ্ধাকে অভয় দিলেন। বৃদ্ধা যখন তাঁকে দুধ দিয়ে ফিরে গেলো, তখন দেখলো তার পশুগুলোর স্তনে কোন রক্ত নয়, বরং এত বেশী দুধ নামলো যে, তার রাখার জন্য অতিরিক্ত পাত্রও পাওয়া গেলোনা। সুবহানাল্লাহ্!

হযরত দাতার এ কারামতের কথা লাহোরের সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো। তখন থেকে গোয়ালাগণ এবং অন্য লোকেরা

যোগী (সন্যাসী)দের পরিবর্তে হযরত দাতার দরবারে আসতে ও দুধ, নযরানা পেশ করতে লাগলো। আর যেসব লোক দুধ ও হাদিয়া/নযরানা নিয়ে তাঁর দরবারে আসতো, কিংবা তাঁর সাক্ষাতের জন্য আসতো, তাঁরা ওই মহান দরবার হতে মুসলমান হয়েই ফিরে যেতো। তাঁর সামান্য তাওয়াজ্জুহ্ (কৃপাদৃষ্টি)'র ফলে মানুষের মনের পটপরিবর্তন হয়ে যেতো। তারা ইসলাম গ্রহণের মতো চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হতো। এসব কারামত ও প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। অপরদিকে মিথ্যুক, ধাপ্পাবাজ বে-দ্বীনদের প্রাসাদে কম্পন শুরু হলো। তারা হতাশ ও অসহায় হয়ে পড়লো।

লাহোরে তখন একচ্ছত্র দাপট ছিলো গভর্ণর রায়রাজুর। হযরত দাতার হাতে লোকেরা যখন দলে দলে মুসলমান হতে লাগলো, তখন এর সর্বাধিক ঠ্যাঁস লাগলো এ যোগী (গভর্ণর) রায়রাজুর দাপটের গায়ে। সে এবার তার যাদুমন্ত্রের উপর ভর করে তার পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে হযরত দাতার মোকাবেলায় আসলো। এমনকি সে এক পর্যায়ে আকাশে উড়ে তার যাদুমন্ত্রের ক্ষমতা দেখাতে লাগলো। হযরত দাতা প্রথমে তাকে বুঝিয়ে বললেন, "দেখো, আমি কোন ধাপ্পাবাজ নই। তুমি এসব চক্রান্ত থেকে বিরত হয়ে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নাও। তোমার কল্যাণ হবে।" কিন্তু সে তাতে রাজি হলো না, বরং আকাশে উড়ে গিয়ে তার দাপট দেখাতে লাগলো।

এবার হযরত দাতা আপন পা মুবারকের খড়ম তার দিকে নিক্ষেপ করলেন। ওই খড়মের কারামত দেখুন! সেটা আকাশে উড়ে গিয়ে তাকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে নিক্ষেপ করলো। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে সত্যের আলোকরশ্মি তার দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো। সে উঠে দাঁড়ালো এবং ক্ষমা চেয়ে হযরত দাতার হাতে ইসলাম গ্রহণ করলো। অতঃপর সে হযরত দাতার দরবারেই রয়ে গেলো এবং তাঁর নিকট থেকে যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান ও দীক্ষা লাভ করে ইসলামের এক মহাপ্রচারক হয়ে গেলো।

এরপর হযরত দাতার বিভিন্ন কারামত প্রকাশ পেতে লাগলো, তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষার ফল পাঞ্জাবের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং দলে দলে মানুষ তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। তিনি রাতের বেলায় কঠোর রিয়াযত (ইবাদত-বন্দেগী) এবং দিনের বেলায় যাহেরী ও বাত্বেনী শিক্ষা ও দীক্ষা দান করতে লাগলেন। তাঁর অহর্নিশ অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শুধু অগণিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি, বরং অগণিত আলিম ও মুবাল্লিগ (দ্বীন-প্রচারক)ও তৈরী হয়ে গেলেন, যাঁরা চতুর্দিকে ইসলাম প্রচারের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর এ মহা অবদানের কথা অপকটে স্বীকার করলেন ড. আল্লামা ইকবাল। তিনি হযরত দাতার এসব অবদানের কথা বর্ণনা করে যেসব কবিতা (ক্বসীদা) লিখেছেন তন্মধ্যে কয়েকটা চরণ নিম্নরূপঃ

سید ہجویر مخدوم امم - مرقد او پیر سنجر را حرم

بندہائے کوہسار اسان گیخت - در زمین ہند تخم سجدہ ریخت

عہد فاروق از جمالش تازہ شد - حق ز حرف او بلند او از اہ شد

پاسبان عزتِ ام الکتاب - از نگاہش خانہ باطل خراب

خاک پنجاب از دم او زندہ گشت - صبح ما از مہر او تابندہ گشت

১. হাজভীরের সাইয়্যেদ, আমাদের আক্বা, যাঁর মাযার শরীফ খাজা আজমীরের নিকট হেরমের মতো পবিত্র। (হযরত খাজা গরীব নাওয়ায ভারত ভূমিতে প্রবেশের প্রারম্ভে লাহোরে হযরত দাতগঞ্জে বখ্শ আলায়হির রাহমাহ্র মাযার শরীফে কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানে তিনি রিয়াযত-মুশাহাদায় মগ্ন হন। হযরত দাতার মাযার শরীফের পাশে ওই ইবাদতের স্থান এখনো মনোরম ইমারতে সংরক্ষিত আছে।)

২. তিনি (হযরত দাতা) অতি সহজে কুফরের পাহাড়সম অন্তরায় বা বাধাগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন এবং ভারত-ভূমিতে আল্লাহর দরবারে সাজদাহ্ তথা তাওহীদ ও রিসালতের বীজবপন করে দিয়েছেন।

৩. তাঁর দ্বীন-প্রচারের মিশনের শোভা হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতকালকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্য দ্বীন তাঁর প্রচারকার্যের ফলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

৪. তিনি ক্বোরআন মজীদের মর্যাদার সংরক্ষক। তাঁর বেলায়তের দৃষ্টির প্রভাবে মিথ্যার প্রাসাদ বিরাণভূমিতে পরিণত হয়েছে।

৫. তাঁর শুভাগমনের ফলে পাঞ্জাব-ভূমিতে ইসলাম পুনর্জীবন লাভ করেছে। তাঁর বেলায়তের সূর্যের আলোতে আমাদের ভোরগুলো উজ্জ্বল হয়েছে।

## মসজিদ নির্মাণ ও এক অনন্য কারামত

বর্ণিত আছে যে, হযরত দাতা গঞ্জে বখ্শ আলায়হির রাহমাহ্ যখন লাহোরে এসে বসবাস করতে লাগলেন,

তখন সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তবে তাঁর এ মসজিদের ইমারত ও মিহরাব অন্য মসজিদগুলোর তুলনায় কিছুটা দক্ষিণ দিকে বাঁকা ছিলো। তখন তদানীন্তন কিছু সংখ্যক আলিম-ওলামা এতে আপত্তি জানালেন। হযরত দাতা হাজভীরী আলায়হির রাহমাহ্ নিশ্চুপ রইলেন। মসজিদের নির্মাণ কাজ তাঁরই নির্দেশানুসারে সমাপ্ত হলো। অতঃপর একদিন তিনি শহরের সমস্ত ওলামা- মাশাইখকে সমবেত করলেন এবং নিজেই নামাযের ইমামত করলেন। নামাযের পর উপস্থিত মুসল্লীর উদ্দেশে বললেন, "দেখুন আল্লাহ্র কা'বা কোন্ দিকে?" তখন সবার চোখের সামনে থেকে সমস্ত হিজাব বা অন্তরাল উঠে গেলো। ফলে সবার একেবারে সামনেই কা'বাতুল্লাহ্ দেখা গেলো। সুবহানাল্লাহ্! বস্তুত: তিনি মসজিদটাকে হুবহু কা'বা শরীফের দিকে করেই নির্মাণ করিয়েছিলেন। যদিও অন্য মসজিদগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে শুধু 'কা'বার দিক' (জেহতে ক্বিবলা)-ই বিবেচনা করা হয়।) শরীয়ত মতেও এটা যথেষ্ট বটে।

দ্বীনের প্রচার, পাঠদান, মসজিদ নির্মাণ ও খানক্বাহ্ প্রতিষ্ঠার পর তিনি অতি সুন্দরভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও দ্বীনী শিক্ষার পাঠদানের সূচনা করেন। তিনি নিজেও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও কার্যকর পন্থায় ক্বোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের দরস দিতেন এবং মুবাল্লিগ (দ্বীনের প্রচারক) তৈরী করতেন। ফলে অগণিত মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। এমনকি লাহোরের গভর্ণর রায়রাজু হযরত দাতার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানী ও তাক্বওয়া-পরহেযগারীর পায়কর হয়ে 'শায়খ-ই সরহিন্দী' উপাধিতে ভূষিত হন।

মানুষ দলে দলে ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য হযরত দাতা গঞ্জে বখ্শ আলায়হির রাহমাহর দরবারে আসতে থাকে। আল্লাহর রহমতে, এ মহান ওলীর জীবদ্দশায় তাঁর দরবারে এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর মাযারে এসে প্রত্যেকে তার মনস্কামনা পূরণ করে ফিরে যায়। লাহোরে শুভাগমনের অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর দরবার ও তাঁর ওফাতের পর তাঁর মাযার শরীফ আল্লাহর রহমতপ্রার্থী মানুষের মহা মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। এ মহান দাতার দরবারে মানুষের মনস্কামনা পূরণের অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। রাতদিন মাযার শরীফে লঙ্গরখানা চালু রয়েছে। যিয়ারত, কোরআন-তিলাওয়াত, যিকির আযকার, দো'আ-মুনাজাত, দরস ও তাদ্রীস (পাঠদান) তো আছেই। মোটকথা, তাঁর দরবার ও মাযার শরীফ শরীয়ত ও ত্বরীক্বতের এক মহা বরকতমণ্ডিত কেন্দ্রস্থল।

## লেখনী

হযরত দাতা আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর অতি ব্যস্ততার মধ্যেও কিছু সময় বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক প্রণয়নের জন্যও নির্দ্ধারণ করেন। তাঁর অতি মূল্যবান লেখনীগুলোর সংখ্যা ১১ বলে উল্লেখ করা হয়। অবশ্য তন্মধ্যে 'কাশ্ফুল আসরার' নামের একটি কিতাব তাঁর নয় বলে কেউ কেউ মন্তব্য করে থাকেন। সেটা বাদে প্রসিদ্ধ 'কাশ্ফুল মাহজূব'-এর বর্ণনামতে সেটা ব্যতীত তাঁর আরো নয়টি কিতাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তার সর্বমোট লেখনীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টি। ওইগুলো হচ্ছে-

১. দিওয়ান, ২. কিতাব-ই ফানা ও বাক্বা, ৩. আসরারুল খারক্বিল মাউনাত, ৪. আর-রি'আ-য়াতু বিহুক্বু-ক্বিল্লাহি তা'আলা, ৫. কিতাবুল বয়ান লিআহলিল 'আয়ান, ৬. নাহভুল ক্বুলূব, ৭. মিনহাজুদ্দীন, ৮. ঈমান, ৯. শরহে কালাম-ই মানসূর এবং ১০. কাশ্ফুল মাহজূব।

উল্লেখ্য, বর্তমানে শুধু 'কাশ্ফুল মাহজূব'ই সুলভে পাওয়া যায়। এটা শরীয়ত ও তরীক্বতের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনার একটি অনন্য ও প্রামাণ্য কিতাব।

## ওফাত ও মাযার শরীফ

বেশীরভাগ ইতিহাসবেত্তা একথার উপর একমত যে, হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শ আলায়হির রাহমাহ্ হাজারো অমুসিলমকে ঈমানের আলোতে আলোকিত ও ইসলামের মহিমায় মহিমান্বিত করে ৪৬৫ হিজরীতে ইনতিক্বাল করেন। পাকিস্তানের লাহোরেই তাঁর নূরানী মাযার শরীফ অবস্থিত, যা অহরহ লাখো মানুষের যিয়ারতস্থল ও অসাধারণ ফুয়ূয ও বরকাতের কেন্দ্রস্থল। ওলী-ই কামিল ও মুকাম্মিল হযরত খাজা গরীব নাওয়ায এখানে অবস্থান গ্রহণ করে বেলায়তের উঁচুতর মর্যাদা এবং ফুয়ূয ও বরকাত লাভ করেছেন। তিনি এ মহান ওলীর প্রশংসায় লিখেছেন-

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا - ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما

হযরত দাতা আলী হাজভীরী হলেন- দানের ভাণ্ডার, বিশ্বের কল্যাণধারা ও আল্লাহর নূরের প্রকাশস্থল। তিনি অপূর্ণ মানুষকে পীরে কামিল এবং কামিল লোকদেরকে দ্বীনের সত্যিকার পথপ্রদর্শকে পরিণত করেন।

আল্লাহ্, আমাদেরকেও তাঁর এবং তাঁর হাবীবের দরবারের অতি গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় ওলীর ফুয়ূয ও বরকাত দ্বারা ধন্য করুন এবং তাঁর মহান আদর্শকে জীবনযাত্রার মহান দিশারী হিসেবে গ্রহণ করার তাওফীক্ব দান করুন! আমীন!!।